ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০১৫: টিআইবি ও সিপিআই
কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. দুর্নীতির ধারণা সূচক বা সিপিআই কী?
দুর্নীতির ধারণা সূচক বা করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স-সিপিআই হলো বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক যা দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি চিত্র তুলে ধরে। একটি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, গবেষক ও সূচকে অর্ন্তভুক্ত দেশ বিষয়ক বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে।

২. সিপিআই এ দুর্নীতির সংজ্ঞা কী?
সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার (abuse of public office for private gain)'। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় সেই জরিপসমূহের প্রশ্নমালায় সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়। বিশেষ করে, যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান, সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রভাব খাটিয়ে মুনাফা অর্জন, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ ইত্যাদি।

৩. এ সূচকে দুর্নীতির অবস্থান কিভাবে বোঝানো হয়?
সিপিআই নির্ণয়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজীকরণের জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের '০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার মাপকাঠিতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত বা সর্বাধিক সুশাসিত দেশ বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো এ সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ ১০০ স্কোর পায়নি এবং সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি আছে। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। যেমন: উপাত্তের উৎস নির্বাচন, পুনঃপরিমাপ, পুনঃপরিমাপকৃত উপাত্তের সমন্বয় এবং পরিমাপের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. বাংলাদেশ কবে থেকে সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?
১৯৯৫ সাল থেকে টিআই এই সূচক প্রণয়ন করে আসছে। প্রতিবছরই কোনো না কোনো দেশ এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। শুরুর দিকে মাত্র ৪৫টি দেশ এ সূচকের মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০০১ সালে টিআই প্রকাশিত সিপিআই-এ বাংলাদেশ প্রথম তালিকাভুক্ত হয়। তখন এ তালিকায় মোট ৯১টি দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৪ সালে এর অন্তর্ভুক্ত মোট দেশের সংখ্যা ছিল ১৭৫টি। আর ২০১৫ সালে এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা ১৬৮টি।

৫. সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের অর্থ কী?
সূচকের ০-১০০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৫। সূচক অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে ৪৩ স্কোরকে বৈশ্বিক গড় স্কোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশের ২০১৫ সালের স্কোর ২৫ হওয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়। এ বছর তালিকার ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১৬৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম। আর নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ত্রয়োদশ বা ১৩তম। ২০১৪ সালেও বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৫। তবে সূচকে অন্তর্ভুক্ত ১৭৫টি দেশের মধ্যে নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশ চতুর্দশ অবস্থানে ছিল, অন্যদিকে ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১৪৫তম অবস্থানে ছিল; অর্থাৎ ২০১৫ সালের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর অপরিবর্তিত থাকলেও ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ছয় ধাপ এগিয়েছে এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী এক ধাপ নিচে নেমেছে। এবছর একই স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের সাথে সম্মিলিতভাবে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ত্রয়োদশ অবস্থানে আরও রয়েছে: গিনি, লাওস, কেনিয়া, পাপুয়া নিউ গিনি ও উগান্ডা।

৬. বাংলাদেশ কি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ?
প্রথমত বাংলাদেশকে বিশ্বের সব দেশের সাথে তুলনা করা যাবে না কারণ বিশ্বের নির্বাচিত মাত্র কয়েকটি দেশের ওপর এ সূচক প্রণীত হয়। দ্বিতীয়ত সিপিআই অনুযায়ী বাংলাদেশকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ' বলা যাবে না। বরং সূচকভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তুলনায় এখানে 'দুর্নীতির মাত্রা অধিক' বলা যাবে। কারণ এ সূচক রাজনীতি ও প্রশাসনে বিদ্যমান দুর্নীতির মাত্রার ধারণার ওপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয়; কোনো দেশ বা জাতিকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করে না।

৭. দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান কী?

এবারের সূচক অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। দেশটির স্কোর ৬৫ এবং ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ২৭। আর ১১ স্কোর পেয়ে সূচকে ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১৬৬তম অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। এবার ২৫ স্কোর পেয়ে সূচকের ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১৩৯তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। সূচকে অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পরে আছে শুধুমাত্র আফগানিস্তান। সূচকের ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে যথাক্রমে- ৩৮ স্কোর নিয়ে ৭৬তম ভারত, ৩৭ স্কোর নিয়ে ৮৩তম শ্রীলঙ্কা, ৩০ স্কোর নিয়ে ১১৭তম পাকিস্তান, ২৭ স্কোর নিয়ে ১৩০তম নেপাল। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ায় সূচকের নিম্নক্রম অনুসারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে।

৮. সূচকটি কেন শুধু ধারণার ওপর নির্ভরশীল?

পরিমাপযোগ্য দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নিরূপণ করা দুরূহ। যেমন: কোনো দেশে দুর্নীতি বিষয়ক কতটি মামলার রায় হলো বা হলো না সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে অন্য দেশের সাথে তুলনামূলক অবস্থান নিরূপণ করা সমীচীন নয়। কারণ, এ ধরনের তথ্য থেকে দুর্নীতির প্রকৃত মাত্রা নয়, বরং সংশ্লিষ্ট দেশের বিচার বিভাগ, আইনজীবী বা গণমাধ্যমের কার্যকারিতার ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। তাই এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র যারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়, তাদের অভিজ্ঞতা বা ধারণার ওপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিকভাবে এক তুলনামূলক অবস্থান নিরূপিত হচ্ছে।

৯. সিপিআই-এ কী ধরনের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে?

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান; স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ; দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধাদান; ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার; প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং সর্বোপরি, এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা। এবারের সূচকে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. সিপিআই এর তথ্য-উপাত্তের উৎসগুলো কী কী?

সিপিআই এ ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের উৎসসমূহ ও এর সংখ্যা সময়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। মূলত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদের মতামত সিপিআই সূচকের জন্য ব্যবহৃত হয়। ২০১৫ সালে গবেষক, সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশ বিষয়ক বিশ্লেষক ও ব্যবসায়ীদের স্বাধীন মতামত এবং এ ধরনের বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এই সূচক তৈরি করা হয়েছে। এবছর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে সাতটি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো: বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট ২০১৪, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এক্সিউকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে ২০১৫, বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স ২০১৬, ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট 'রুল অব ল' ইনডেক্স ২০১৫, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড ২০১৫, ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ ২০১৫ এবং গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ ২০১৪ এর রিপোর্ট।

১১. সূচকে তথ্যদাতারা যেহেতু ব্যবসায়ী নেতা, গবেষক এবং সূচকে অর্ন্তভুক্ত দেশ বিষয়ক বিশ্লেষক, তাহলে সিপিআই কি বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য কোনো ধরনের নির্দেশনা প্রদান করে?

বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য কোনো প্রকার নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে সিপিআই প্রকাশ করা হয় না। তবে একটি দেশের সরকারি কর্মকাণ্ডে দুর্নীতির মাত্রার ভিত্তিতে ব্যবসার ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঝুঁকি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে সিপিআই ইঙ্গিত প্রদান করে।

১২. সিপিআই কি শুধুমাত্র 'অভিজাত শ্রেণি'র তথ্যই সন্নিবেশ করে?

সাধারণভাবে সিপিআই-এ বিশ্লেষকদের বিশেষ করে, কর্পোরেট মহলের বা উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের মতামত গৃহিত হলেও এমনটা বলা যায় না যে, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভিজাতদের অভিমতই গ্রহণ করা হয়। কোনো কোনো দেশে সাধারণ নাগরিক ও উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ- উভয়ের মতামতই সমন্বিতভাবে গ্রহণ করা হয়।

১৩. এই সূচকের উদ্দেশ্য কি ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন কিংবা সমালোচনা করা?

না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) নৈতিকতার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি বেসরকারি সংস্থা। কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সিপিআই নির্ধারণ করা হয় না। একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে টিআই কোনো সরকার, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি কিংবা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বিভিন্ন উন্মুক্ত মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতিতে নিরীক্ষার মাধ্যমে সিপিআই নির্ধারণ করা হয়। আর পুরো প্রক্রিয়াটি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর বার্লিনস্থ প্রধান কার্যালয়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে নিরীক্ষার পর সম্পাদিত হয়। বিস্তারিত নীতিমালা ও পদ্ধতি টিআই এর ওয়েবসাইট http:/www.transparency.org-এ দেওয়া আছে।

১৪. দুর্নীতি ধারণার সূচকে কোনো দেশের কখনো বাদ যাওয়া বা অন্তর্ভুক্তির কারণ কী?

কোনো দেশ বা অঞ্চলের তিনটির বেশি উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনটির কম উৎস থেকে উপাত্ত পাওয়া গেলে তা সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। প্রতিবছরই কোনো না কোনো দেশ এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত হয় বা হয় না। পর্যাপ্ত তথ্যসূত্রের অনুপস্থিতিতে ২০১৪ সালের সাতটি দেশ ২০১৫ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই সূচকে কোনো দেশ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেখানে কোনো দুর্নীতি হয় না।

১৫. এ আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং নির্ণয়ে টিআইবি'র কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে?
সিপিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে বস্তুত টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণও সিপিআই এর জন্য সরবরাহ করে না। অন্যান্য টিআই চ্যাপ্টারের মতো টিআইবি'ও শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে সিপিআই প্রকাশ করে।

১৬. সূচকে বাংলাদেশের নিম্নক্রম অবস্থানের জন্য টিআইবিকে দায়ী করা যায় কি?
সূচকে নিম্ন-অবস্থানের জন্য টিআইবিকে কখনোই দায়ী করা যাবে না। এমনকি সূচক প্রকাশকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআই ও অন্যান্য যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিপিআই নিরূপিত হয় তাদের কাউকেই দায়ী করা ঠিক হবে না। কেননা, এই র‍্যাঙ্কিংয়ের জন্য দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তারা দায়ী। কিন্তু যারা দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে তাদেরকে কোনোভাবেই জবাবদিহিতার দাবি উত্থাপনের জন্য দায়ী করা যাবে না।

১৭. কোনো দেশের বর্তমান সূচকের সাথে কি অতীত সূচকের তুলনা করা সম্ভব?
সিপিআই-এ সময়ের সাথে একই দেশের স্কোরের তুলনা করা সম্ভব নয়। কারণ মূল উৎস থেকে বিভিন্ন বছরের উপাত্ত নিয়ে সিপিআই-এ দেশের র‍্যাঙ্ক নির্ধারণ করা হয় যেখানে সময়ের সাথে সাথে পদ্ধতিগত পরিবর্তনও আনা হয়। এক্ষেত্রে একটি দেশের আগের বছরের সিপিআই স্কোরের সাথে তুলনা করার জন্য একটি পৃথক উপাত্ত উৎসকে চিহ্নিত করা হলে, সীমিত পরিসরে দুর্নীতি ধারণার পরিবর্তন পাওয়া যায়।

১৮. দুর্নীতির ধারণাকে বিশ্লেষণ করার জন্য টিআই আর কী কী গবেষণা করে?
টিআই দুর্নীতি বিষয়ে স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ গবেষণা করে থাকে। এই সংগঠন বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ধারণার মাত্রা, ব্যাপ্তি এবং এর গতির একটি সমন্বিত চিত্র তুলে ধরে; নীতিমালা সংস্কারের জন্য যা এক প্রামাণ্য দলিল। দুর্নীতির ধারণার সূচকের সম্পূরক অন্যান্য বৈশ্বিক গবেষণাসমূহ যেমন: *গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার (জিসিবি)*; *ব্রাইব পেয়ারস ইনডেক্স (বিপিআই)*; *ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট (এনআইএস)*, *গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট*, *ট্রান্সপারেন্সি ইন করপোরেট রিপোর্টিং (টিআরএসি)* টিআই পরিচালনা করে।

১৯. গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার কী?
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৯০টিরও বেশি দেশে ৭০ হাজারের বেশি খানার ওপরে দুর্নীতি বিষয়ে জনসাধারণের ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপ হলো গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার বা জিসিবি। জিসিবি'র ওয়েবলিংক: www.transparency.org/research/gcb/overview।

২০. ব্রাইব পেয়ারস ইনডেক্স কী?
ব্রাইব পেয়ারস ইনডেক্স বা বিপিআই হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় রপ্তানীকারক দেশসমূহে ঘুষ লেনদেনের বিষয়ে প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংভিত্তিক প্রতিবেদন। বিপিআই এর ওয়েবলিংক www.transparency.org/research/bpi/overview ।

২১. গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট কী?
বিশেষত সুশাসন বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণপূর্বক এ প্রতিবেদন বা জিসিআর তৈরি করা হয়। টিআই প্রকাশিত সকল জিসিআর এর ওয়েবলিংক www.transparency.org/research/gcr।

২২. ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট বা এনআইএস কী?
ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম বা এনআইএস ধারাবাহিক এক গবেষণা; যার মাধ্যমে একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ সম্বন্ধে একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে সেই দেশের সততা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নির্বাহী, আইন প্রণেতা, বিচারক ও অন্যদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সংগঠনসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর ওয়েবলিংক হলো: www.transparency.org/whatwedo/nis।

২৩. ট্রান্সপারেন্সি ইন করপোরেট রিপোর্টিং বা টিআরএসি কী?
এই গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বের বড় বড় করপোরেট কোম্পানীর বিভিন্ন প্রতিবেদনের স্বচ্ছতার ব্যাপ্তি তুলে ধরা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: http:/www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_worlds_largest_companies_2014 ।

২৪. দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ও ব্রাইব পেয়ারস ইনডেক্স (বিপিআই) এর মধ্যে পার্থক্য কী?
এ দু'টোই দুর্নীতির ওপর টিআই পরিচালিত ও প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল। একটি হলো সূচক যার মাধ্যমে দুর্নীতির মাত্রার তালিকা প্রকাশ করা হয় আর অন্যটি হলো ইনডেক্স যেখানে দুর্নীতির সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার তালিকা প্রকাশ করা হয়। দুর্নীতির ধারণা সূচক দেশের দুর্নীতির সার্বিক মাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেয়। অন্যদিকে বিপিআই নেতৃস্থানীয় রপ্তানীকারক দেশসমূহের ঘুষ লেনদেনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

২৫. দুর্নীতির ধারণা সূচক এবং দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ এর মধ্যে পার্থক্য কি?
দু'টো জরিপ কার্যক্রমই ভিন্ন দু'টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত হয় এবং একটির সাথে আরেকটির কোনো যোগসূত্র নেই। এর অন্যতম

পার্থক্য হলো এর একটি বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান টিআই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জরিপের ওপর জরিপ করে থাকে। এ সূচক প্রতিবছর প্রকাশ করা হয়। অন্যটি টিআই এর ন্যাশনাল চ্যাপ্টার হিসেবে টিআইবি দেশের অভ্যন্তরে খানাকে নির্বাচন করে বিভিন্ন সরকারি সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান দুর্নীতির পরিমাপ করে থাকে। এ জরিপ প্রতি ২-৪ বছর পর পরিচালনা করা হয়।